তারিখ 02 ... 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# অধিভুক্ত একমাত্র কলেজ চালাতে ব্যর্থ খুবি

## উইমেন্স কলেজের অধিভুক্তি বাতিল

**আহমদ মুসা রঞ্জু,** *খুলনা ব্যুরো*

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) অধীন একমাত্র কলেজ কেসিসি উইমেন্স কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ কলেজে আর কোনো নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়া যাবে না। শিক্ষার মান বিশ্ববিদ্যালয় উপযোগী বা সমপর্যায়ের না হওয়ায় অধিভুক্তি বাতিল করা হয়েছে, জানিয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। তবে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সময় কিংবা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধিভুক্তি বাতিল করেছে বলে দাবি করেছেন কলেজটির অধ্যক্ষ। এদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক যুগ থাকার পরও কলেজটিতে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারায় খুবির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত হয়ে ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে খুলনা সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত কেসিসি উইমেন্স কলেজে অনার্স কোর্স চালু হয়। এতে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি রিলেশন ও ফ্যাশন ডিজাইন— এ তিন বিষয়ে অনার্স চালু করা হয়। সেই থেকে মোট ১৫টি ব্যাচ বের হয়েছে এ কলেজ থেকে। বর্তমানে চারটি ব্যাচ অধ্যয়ন করছে। এরই মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে, চলতি শিক্ষাবর্ষের পর থেকে কলেজটিকে আর তাদের অধিভুক্ত রাখা হবে না। তবে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা প্রচলিত নিয়মে তাদের ডিগ্রি সমাপ্ত করতে পারবেন। একাডেমিক কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর সিন্ডিকেটের ১৮৯তম সভায় অনুমোদন দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি বাতিলের কারণ জানতে চাইলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, কলেজটির শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষক নিয়োগ ও নিয়োগ নীতিমালা খুবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের। অথচ তাদের পারফরমেন্স বিশ্ববিদ্যালয় মানের নয়। শিক্ষাপদ্ধতি, ব্যবহারিক ক্লাসসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি খুবি শিক্ষার্থীদের মানের না হওয়ায় খুবির ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

## অধিভুক্ত একমাত্র কলেজ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেয়া সার্টিফিকেটের মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে ত্রুটিগুলো সংশোধনের বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। তবে তারা সেই মান অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরও জানান, কলেজটিতে মানসম্পন্ন ল্যাব নেই, এমন তিনটি সাবজেক্ট রয়েছে খুবিতেও যার সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো বিভাগ নেই। শিক্ষা কারিকুলামও আপডেট নয়। খুবিতে পাঠদান করা হয় ইংরেজি মাধ্যমে। কিন্তু কলেজটিতে পড়ানো হয় বাংলা মাধ্যমে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যে জিপিএ চাওয়া হয়, এখানে তার চেয়ে অনেক কম জিপিএ চাওয়া হচ্ছে। ভালো মানের শিক্ষার্থী এখানে ভর্তি হচ্ছে না। ফলে কাঙ্ক্ষিত গ্রাজুয়েটও বের হচ্ছে না। সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সিন্ডিকেট এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একমাত্র কলেজ থাকা সত্ত্বেও এত বছরে কেসিসি উইমেন্স কলেজের শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিতে না পারার দায় কিছুটা বিশ্ববিদ্যালয়েরও কিনা— এমন প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, ব্যর্থতার দায় মেনে নিয়েই কলেজটির অধিভুক্তি বাতিল করা হয়েছে। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের বা মানোন্নয়নে সময়-সুযোগ না দিয়ে খুবি কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবি করেছেন কেসিসি উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. তৌহিদুজ্জামান। বলেন, প্রতিটি সাবজেক্টে আমরা চারজন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। প্রতি টার্ম (ছয় মাসে) ২০ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করানো হয়। ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ও ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য বড় ল্যাবও আছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন প্রতিনিধি কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য। সিলেবাস প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র তৈরি, ভর্তি কমিটিতে খুবির প্রতিনিধি রাখা, শিক্ষার্থীদের খাতা দেখানোসহ সার্বিক কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন নিয়েই করা হয়। এর পরও যদি পাঠদানে কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে থাকে সেটি আমাদের আগে জানালে আমরা সংশোধন করতে পারতাম। হঠাৎ অধিভুক্তি বাতিল করায় আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। অধিভুক্তি বাতিলের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে নারাজ কলেজের সভাপতি ও কেসিসির মেয়র মো. মনিরুজ্জামান মনি। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিঠি পেয়েছি। করণীয় নিয়ে পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে বসব। এখন কোনো মন্তব্য করতে চাই না।